

# উন্মুক্ত কয়লাখনি ও মানুষের নিরাপত্তা

বাংলাদেশে 'বিদ্যুৎসংকট' মোকাবিলায় উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনকে সমর্থন করে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে যে আলোচনা চলছে, সেখানে ফুলবাড়ীর স্থানীয় মানুষের বক্তব্য শোনার প্রয়োজনীয়তা আছে। উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনকে কেন্দ্র করে এখনো পর্যন্ত যে বিতর্ক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে, সেখানে অর্থনীতিবিদ, খনিজ সম্পদ বিশেষজ্ঞদের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। এই বিতর্কে নৃবিজ্ঞানীদের সংযুক্ত হওয়ার ওপর গুরুত্ব বিবেচনা করে আমি বলতে চাই যে মানুষের নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই বিতর্কে যথেষ্ট মনোযোগ পাচ্ছে না। অথচ মানুষ আর মানুষের নিরাপত্তাই হওয়া উচিত যেকোনো আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

এই লেখার ভিত্তি ২০০৯-এর সেপ্টেম্বর থেকে আগস্ট ২০১০ সময়ের মধ্যে করা একটি নৃবিজ্ঞানিক গবেষণাকাজ<sup>১</sup>। এই গবেষণায় আমি বুঝতে চেষ্টা করেছি, কীভাবে উন্মুক্ত কয়লাখনি প্রতিষ্ঠাবিরোধী সামাজিক আন্দোলন সফলতা লাভ করেছে (যেমন, ২০০৬ সালের আগস্টের শেষে উন্মুক্ত কয়লাখনি না করার পক্ষে সরকারের মুচলেকা) এবং কীভাবে আন্দোলনটি অব্যাহত আছে। গবেষণাকাজের জন্য জাতিতাত্ত্বিক (অ্যাথনোগ্রাফিক) তথ্য সংগ্রহ করতে আমি টানা তিন মাস ফুলবাড়ীতে বসবাস করেছি এবং স্থানীয় আন্দোলনকারীদের দৈনন্দিন ও পারিবারিক জীবন, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছি।

আমার গবেষণায় দেখা গেছে, প্রথমত, ফুলবাড়ী থেকে উচ্ছেদ হতে হবে—এ রকম একটি পরিস্থিতি ফুলবাড়ীবাসীকে ব্যাপকহারে এই আন্দোলনে যোগদানে অনুপ্রাণিত করেছে। নৃবিজ্ঞানী ম্যাকডোনাল্ডের মতে, ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা অনেক সময় সামাজিক আন্দোলনের উৎপত্তি ঘটাতে পারে। তাঁর মতে, এ ধরনের আন্দোলন জোটবদ্ধ হওয়ার জন্য পরিচয়ের একতা দরকার নাও হতে পারে। বরং পরিস্থিতি আন্দোলনকারীদের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় বিলীন করে দিতে পারে এবং ভিন্নতাসহ একতা তৈরি করতে পারে। ফুলবাড়ী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে এর সদস্যরা সবাই এক পরিচয়ের নয়। এখানে কেউ বামপন্থী, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ পা ফাটা (দিনমজুরের স্থানীয় টার্ম), কেউ কৃষক-শ্রমিক-খेतমজুর, কেউ বাঙালি, কেউ আদিবাসী, কেউ পুরুষ, কেউ নারী। তদুপরি, 'জীবন দিয়ে হলেও খনি ঠেকাতে হবে' এ লক্ষ্যে তারা নিজেদের ভিন্নতাসহ একজোট হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আন্দোলনে যোগদানের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিরাপত্তার ভাবনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নৃবিজ্ঞানীদের (যেমন, এসকোবার, রুবিন, সালমান ও অসিস) মতে, আন্দোলন সংগঠনকে বুঝতে মানুষের নিজস্ব ভাবনা ও সংস্কৃতি বিবেচনা করতে হবে। নিরাপত্তা নিয়ে সব মানুষের ভাবনা এক রকম নয়, তারা একেক সময় একেক পরিবেশে নিরাপত্তা নিয়ে নানা রকম চিন্তাভাবনা করে এবং সে অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া দেখায় (এরিকসেন, বাল, সালেমিন্ক, ২০১০)। সংস্কৃতি যেমন নিরাপত্তার স্থানিক অর্থ তৈরি করে (গিডেন্স ২০০০, বোহল ২০০৩), তেমনি নিরাপত্তা ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্য দিয়ে যাওয়ার ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ঝুঁকি নিয়ে আন্দাজ ও ঝুঁকি নেওয়া বা না নেওয়ার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে (সালমান, ২০১০)। ফুলবাড়ীতে দেখা গেছে, উন্মুক্ত খনি প্রতিষ্ঠাবিরোধী আন্দোলনে যোগ না দেওয়া বেশি ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয়েছে স্থানীয় ব্যক্তিদের। এই মনে হওয়ায় কাজ করেছে উচ্ছেদের ফলে 'নিরাপদ সামাজিকতা' (টমাস এইচ এরিকসেন, ২০০৫) হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। এরিকসেনের মতে, নিরাপদ সামাজিকতার মধ্যে মানুষ উষ্ণতা ও আরাম বোধ করে আবার নিজ সম্প্রদায়ের বাইরে মানুষদের শীতলতা তাদের এই নিরাপত্তাবোধের ধারণাকে শক্তিশালী করে।

ফুলবাড়ীতেও মানুষ আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, সচ্ছল কৃষি, আরামের বসতবাড়ি নিয়ে নিরাপদ সামাজিকতা তৈরি করেছে। তবে অনেক আন্দোলনকারীই উন্মুক্ত কয়লাখনি প্রতিষ্ঠাবিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়েছে শুধু এই নিরাপত্তা রক্ষা করতে নয়, তাদের সম্পদের (যেমন, জমি, কর্মসংস্থান) অভাব ও সীমিত প্রবেশাধিকার এবং নিয়ন্ত্রণ থাকার ফলে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তাহীনতার হাত থেকে বাঁচার জন্যও। দেখা গেছে যে দেশ থেকে উচ্ছেদ হওয়ার পূর্ব অভিজ্ঞতা (যেমন, ১৯৪৭-এর ভারত-পাকিস্তান বিভাগ ও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে), সহিংসতার (যেমন, গৃহস্থালী, রাষ্ট্রীয় এবং সাম্প্রদায়িক) শিকার হওয়ার এবং বাদ পড়ে যাওয়ার (যেমন—রাজনীতি, রাষ্ট্রীয় নীতি তৈরি ও সরকারি সেবা থেকে) পূর্ব অভিজ্ঞতা আন্দোলনে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

তৃতীয়ত, উন্মুক্ত কয়লাখনি প্রতিষ্ঠাবিরোধী আন্দোলনে ফুলবাড়ীতে নারীদের জোটবদ্ধ হওয়া লিঙ্গীয় শ্রম বিভাজন ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিসর বিভাজন দ্বারা নির্দিষ্ট ছিল। এই আন্দোলনে তারা তাদের নিজেদের মতো করে মানব নিরাপত্তার ধারণা বুঝেছে, মূল্যায়ন করেছে এবং প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, যেটা তাদের পুরুষ সহকর্মীদের চেয়ে ভিন্ন রকমের ছিল। খনিবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে নারীদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং যে নতুন নতুন যোগাযোগ তৈরি হয়েছে, সেটা তাদের আন্দোলনের সংগঠক হিসেবে নিজস্ব উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এরিকসেনের (২০০৬) মতে, আজকাল বিশ্বে ধনী অংশের মধ্যে মানুষের কথা না শোনার দারিদ্র্য তৈরি হয়েছে। আর সেই বাস্তবতা উন্মুক্ত খনি পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের নীতিনির্ধারণেও দৃশ্যমান। তাই এখানে অনেক আলাপই হয় কিন্তু উন্মুক্ত কয়লাখনি প্রতিষ্ঠার কারণে উচ্ছেদ-শঙ্কায় থাকা প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ ও তাদের জীবনের নিরাপত্তার আলাপ হয় না। এর মধ্যে আবার সংখ্যায় যারা বেশি, অর্থাৎ যারা অল্প জোতের অধিকারী কৃষক (ছয়-আট বিঘা কৃষি জমি), খेतমজুর ও দিনমজুর (দৈনিক ২০০ টাকা মজুরি, কিন্তু অনিয়মিত কর্মসংস্থান) তাদের কথা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা কখনোই শোনে না বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ। এই লেখার উদ্দেশ্য এই নয় যে আমি নিজেকে ফুলবাড়ী বিশেষজ্ঞ দাবি করছি অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় 'স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কনসাল্ট করা হোক' এটা নিয়ে ওকালতি করছি।

দেখা গেছে যে ফুলবাড়ীবাসী শ্রেণী, পেশা, লিঙ্গ, ভাষা, এথনিসিটির বিভিন্নতায় বৈচিত্র্যময়। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ও দৈনন্দিন জীবনযাপন আছে। এ সবকিছু উপেক্ষা করে উন্মুক্ত খনি প্রতিষ্ঠার যেকোনো তৎপরতা ফুলবাড়ী, বিরামপুর, নবাবগঞ্জ, পার্বতীপুরসহ দেশের সার্বিক উন্নয়নে ধ্বংস ডেকে আনবে।

উল্লেখ্য, তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে বেশ কিছু দাবি তুলছে। কিন্তু তাদের কথাই উন্মুক্ত কয়লাখনিবিরোধীদের শেষ কথা নয়। আন্দোলনের বিভিন্ন পরতে পরতে আন্দোলনকারীরা বিভিন্ন দাবিতে এই আন্দোলনে যুক্ত হয়েছে। সেগুলো উপেক্ষা করা অগণতান্ত্রিকও হবে বটে।

(গবেষণাটি করা হয়েছে মাস্টার্স ছাত্রী হিসেবে, আমস্টারডামের ড্রিজ ইউনিভার্সিটির নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে। মাঠকর্ম সময় : জানুয়ারি ২০১০-মার্চ ২০১০)

# উন্মুক্ত পদ্ধতির বিধান আছে

খসড়া কয়লা নীতি ওয়েবসাইটে

অরুণ কর্মকার ●

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ জাতীয় কয়লা নীতির প্রস্তাবিত খসড়া প্রকাশ করেছে। গতকাল রোববার মোট ছয় পৃষ্ঠায় ২৭টি অনুচ্ছেদসংবলিত এই খসড়াটি [www.emrd.gov.bd](http://www.emrd.gov.bd) ওয়েব ঠিকানায় প্রকাশ করা হয়েছে। খসড়াটি প্রথম আলোর ওয়েবসাইটেও ([www.prothom-alo.com](http://www.prothom-alo.com)) দেখা যাবে।

জানা যায়, নীতিটি চূড়ান্ত করার আগে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের (স্টেকহোল্ডারস) সঙ্গে আরও আলাপ-আলোচনা ও মতামত গ্রহণের জন্য খসড়াটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনসমক্ষে প্রকাশ করা হলো। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গত বুধবারের নির্দেশনা অনুযায়ী এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

**কয়লা উত্তোলন :** এই উপশিরোনামে প্রস্তাবিত খসড়ার দুই নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, আবিষ্কৃত কয়লাক্ষেত্রের ভূতাত্ত্বিক কাঠামো, ভূগঠন ও প্রকৃতি বিবেচনায় রেখে কারিগরি ও অর্থনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি অনুসরণ করে কয়লা উত্তোলন করা হবে। অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ পদ্ধতি/উন্মুক্ত পদ্ধতি অথবা একই সঙ্গে এই উভয় পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে খনি উন্নয়ন করা হবে। বিনিয়োগকারী/লিজিকে ভূতাত্ত্বিক কাঠামো, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর, ভূস্তরের

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৫

## উন্মুক্ত পদ্ধতির বিধান আছে

### প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভূস্বরের প্রকৃতি, পুনর্বাসন ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে পরিবেশগত সমীক্ষার আলোকে খনি ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে প্রস্তুতকৃত আর্থসামাজিক ও কারিগরি প্রতিবেদন দিতে হবে। এরপর সরকার কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে কয়লা উত্তোলন করা যাবে। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার সঙ্গে মিল রেখে লিজিকে কয়লা উত্তোলন করতে হবে।

**বাস্তবায়ন কৌশল:** খসড়ার ১ দশমিক ২ অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে আটটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে—কয়লা ক্ষেত্র আবিষ্কার ও উন্নয়নের জন্য স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার/যৌথ বিনিয়োগকারী নিয়োগ করা; কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া; আবিষ্কৃত কয়লা ক্ষেত্র ও সম্ভাব্য কয়লাসমৃদ্ধ অঞ্চল নিয়ে 'কয়লা অঞ্চল' গঠন করা; খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো ও বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ; প্রয়োজনে কয়লা ব্যবস্থাপনার জন্য নতুন প্রতিষ্ঠান গঠন করা; কয়লা গবেষণা প্রতিষ্ঠান গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন গবেষণা, স্টাডি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য লাইসেন্স/লিজিকে বিভিন্ন

আর্থিক প্রণোদনা ও সুবিধাদি প্রদান করা।

**কয়লার রয়্যালটি:** খসড়ার ১৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'সরকার সময়ে সময়ে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে দেশে উত্তোলিত কয়লার রয়্যালটি নির্ধারণ করবে। প্রতিটি কয়লা খনি মাইনিং লিজ প্রদানের পূর্বে সরকার প্রয়োজনবোধে রয়্যালটির নতুন হার নির্ধারণ করতে পারবে।'

এ ছাড়া নতুন কয়লা ক্ষেত্র আবিষ্কার ও উন্নয়নের জন্য আইন ও বিধির অধীনে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান/উদ্যোক্তাকে লাইসেন্স ও লিজ দেওয়া; সরকারি-বেসরকারি যৌথ বিনিয়োগ ও প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা; দেশের দীর্ঘমেয়াদি চাহিদার বিষয় বিবেচনায় রেখে জনস্বার্থে প্রয়োজন না হলে কয়লা রপ্তানি না করা; কয়লা স্বরের মিথেন উত্তোলন ও ভূগর্ভে কয়লা গ্যাসে রূপান্তর করার বিষয়ে আগ্রহী কোম্পানিগুলোকে উৎসাহিত করার ব্যাপারে পেট্রোবাংলার উদ্যোগ গ্রহণ; কয়লাভিত্তিক ক্যাপটিভ বিদ্যুৎকেন্দ্র (বেসরকারি কোনো কোম্পানির নিজস্ব ব্যবহারের জন্য স্থাপিত বিদ্যুৎকেন্দ্র) স্থাপন; কয়লা উন্নয়ন তহবিল গঠন প্রভৃতির কথা খসড়ায় বলা হয়েছে।